



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 208 - 212

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও বাংলা গোয়েন্দা গল্প

পারমিতা চ্যাটার্জি

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড

Email ID: para969696@gmail.com

 0009-0002-5522-3124

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Bengali
Literature,
Detective Story,
Priyonath
Mukherjee,
Darogar Daptar,
Detective
Magazine,
Biography,
Social and
economical
situations.

Abstract

Curiosity is an essential part of human life. From birth, a human child seeks to satisfy its curiosity. Gradually, it gains knowledge, and from the desire to understand various things, it discovers the fundamental principle of survival in this world. The same is largely true in the field of literature. Almost every author wishes that readers would receive their literary creations with love and a desire to understand them. This idea is even more applicable to those who deal with the genre of detective stories. When discussing detective stories in Bengali literature, the first name that comes to mind is Priyonath Mukhopadhyay (1855-1947). At a time when Bengali readers were not very familiar with detective stories, Priyonath Mukhopadhyay began publishing a magazine called 'Darogar Daptar' (The Inspector's Office), documenting his personal experiences from his professional life. This was primarily a monthly magazine. Regarding the content of this magazine, Priyonath himself said, "I often publish in 'Darogar Daptar' the cases that I have been able to solve or sometimes failed to solve during my long career in the detective police." Each issue of this magazine contained twelve stories. Samples of advertisements for this magazine have also been found in various contemporary newspapers. The entire credit for the fact that Bengali readers at that time began to show their taste and interest not only in social or romantic stories but also in detective stories goes to people like Priyonath Mukhopadhyay, who dedicated their lives to promoting this type of magazine.

We find further evidence of Priyonath Mukhopadhyay's personal life in his autobiography, 'Thirty-Three Years of Police Stories or Priyonath's Biography'. In this book, he describes his upbringing from childhood to adulthood, especially mentioning his parents, reminiscing about them, and describing the social and political environment in Bengal at that time. He candidly expresses in his autobiography what his life's struggle was like after his father's death and how he deal with all those situations. Due to his simple and straightforward style of expression, Priyonath quickly became popular among readers. His objective was very simple. He strived to ensure that ordinary people in rural and urban Bengal could read his stories and protect themselves from criminals or confront them when necessary.

There is some debate regarding Priyonath's year of death. The Sansad Bengali Biographical Dictionary states the year of death as 1907. However, according to Sukumar Sen, the year was 1947. But regardless of the debate surrounding the year, there is no doubt in the minds of critics or readers about his importance and contribution. He paved the way for the popularity of Bengali detective literature, and for this reason, he is forever revered by us.

Discussion

ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে একটি শিশু স্বাভাবিকভাবে তার চারপাশের পৃথিবীকে জানতে চায়। এই জানবার ইচ্ছেকে প্রতিদিনের জীবনে সে ও তার পরিবারের সকলে মিলে বিকশিত করে তোলে। মানুষের কৌতুহল প্রবৃত্তি সময়ের সাথে সাথে মনকে বহুমুখী এবং অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাঠক তার কৌতুহল নিবৃত্তির সাধন খুঁজে বেড়ায়। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে লেখকের মনের ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। লেখক পাঠককে তার কৌতুহল নিরসনে সাহায্য করেন।

সচেতন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সমকালীন সময়কালকে বা তার সম্ভাব্যময়তাকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করতে চান। এক্ষেত্রে স্বভাবতই সকলের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন এবং অনন্য। কেউ কবিতার আকারে বা কেউ প্রবন্ধকে আশ্রয় করে নিজের মনের কথা পাঠককে জানাতে চান, নিয়ে যেতে চান এক অদ্ভুত জগতে যেখানে পাঠক এর আগে হয়ত যাননি।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে একটি শাখা হল গোয়েন্দা গল্পের ধারা। সাহিত্য অনুরাগীদের মানসিকতার ধারাকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পূর্বে বাংলা সাহিত্যের পাঠক গোয়েন্দাগল্পের প্রতি যে আকর্ষণবোধ করতেন তা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে না থাকলেও এই ধারার গল্পগুলি বরাবরই পাঠকপ্রিয় এবং প্রকাশকের ঘরে তার মূল্যের মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে অর্থাৎ বাজারে তার বিক্রির মান যথেষ্ট ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল - বহুদিন থেকে গোয়েন্দা গল্পের এই ধারাটি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় শাখা হলেও তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত। সুকুমার সেনের মতে, -

“পৃথিবীতে মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসে জীবনচর্যার দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য শিল্প-কল্পনাকে যদি বৃক্ষের উপমা দিই তবে সে বৃক্ষের প্রথম উদগত শাখাগুলির অন্যতম হবে শিকারচিত্র ও গোয়েন্দার গল্প। শিকারীর কাজ ও গোয়েন্দাগিরি দুই-ই এক ব্যাপার - গোপনে অনুসন্ধান করে ফাঁদ পেতে অথবা আঘাত করে আয়ত্ত করা। চিত্রকর্মে শিকারের ব্যাপার বেশিদূর এগোয়নি, কিন্তু গোয়েন্দার গল্প আজ পর্যন্ত একটানা চলে এসেছে।”

এই বক্তব্যটি থেকে বুঝতে পারা যায় গোয়েন্দা গল্প বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সাহিত্যে চলে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প বিভিন্ন সময়ে তার রূপকে পুনর্নির্মাণ করে এসেছে। প্রথমদিকে যা ছিল রাজা মহারাজার দরবারের বিভিন্ন চোর-ডাকাতের গল্প, পরবর্তীকালে সে তার রূপ পরিগ্রহ করে ইংরেজ শাসনের সময়কালীন বিভিন্ন সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়েছে। এই সত্য ঘটনাগুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ কেউ তাদের জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লিখতে শুরু করেন যে কাহিনিগুলি সেগুলি পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হয়েছে গোয়েন্দা গল্পের আদিগ্রন্থ রূপে। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের যে নবকলেবর ধারণ ও তার পরিপুষ্ট রূপ পরিগ্রহ করবার পথে যেসমস্ত ব্যক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতাকে লেখার মাধ্যমে পাঠক জগতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

বাংলা গোয়েন্দাগল্পের অনুরাগীরা অনেকেই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের নামটির সঙ্গে পরিচিত। কারণ প্রিয়নাথবাবু বাঙালি পাঠককে এক নতুন ধারার গল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল রূপে প্রকাশিত ‘দারোগার দপ্তর’ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার অবতারণা করেছিল। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, -

“বাস্তব ও অবাস্তব ডিটেকটিভ কাহিনীর সূত্রপাত রীতিমতো করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)। ইনি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে কাজ করেছিলেন তেত্রিশ বছর ধরে। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালের ১৫ই মে তারিখে।”^২

উপরোক্ত বক্তব্যটির প্রসঙ্গ অনুসারে বোঝা যায় যে বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ গল্পের ধারায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় একটি চর্চিত নাম। বাঙালি পাঠকের হৃদয় বহুদিন থেকেই এমন গল্পের সন্ধানে অতৃপ্ত ছিল যার মধ্যে থাকবে রহস্য, রোমাঞ্চ এবং তার সমাধান। রহস্যময় কাহিনি কার না ভালো লাগে? বিশেষ করে যে গল্পের পরিণতি সম্পর্কে পাঠক থাকে অজ্ঞাত, অথচ গল্পটি পড়ার সময় তার মনে বিভিন্ন ভাব ও সংশয়ের খেলা চলতে থাকে। পুলিশ বিভাগে চাকরি করার সূত্রে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এমন কিছু তথ্য জানতে পেতেন যা সাধারণ মানুষের জানাশোনার বাইরে ছিল। এই তথ্যগুলিকে অনেকটা নিজের মতো করে বা কিছুটা কল্পনার সাহায্য নিয়ে তিনি এগুলিকে গল্পের রূপ দিতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলে গেছেন, -

“এ বিষয়ে পাঠকগণ পাছে প্রকৃত ঘটনাকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃত ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত এখন হইতে আমি নিয়ম করিলাম, যে সকল প্রবন্ধ পূর্বের ন্যায় প্রথম পুরুষে বক্তাভাবে লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই প্রকৃত ঘটনা। কেবল অধিকাংশ স্থলে নাম ও ঠিকানার পরিবর্তন থাকিবে মাত্র। প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে যে সকল ঘটনা লিখিত হইবে, তাহার সমস্ত অপ্রকৃত, সকপোলকল্পিত, অথবা ইংরাজি বা অপর কোনো গ্রন্থের ভাবালম্বনে লিখিত হইবে।”^৩

প্রিয়নাথের চরিত্রে এক সরল ঋজুতা ছিল। তাঁর সহজ সরল ভাবে বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল সহজেই। তিনি কাহিনি বর্ণনার সময় ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে পাঠক অনাবশ্যিক রহস্যের গোলকধাঁধায় পথ হারায় না। বিদেশি সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির ধারা ও জনপ্রিয়তা বহুদিনের। কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির মতে ফরাসি সাহিত্যে আধুনিক গোয়েন্দা গল্পের সূত্রপাত হয়েছিল ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) হাত ধরে। পরবর্তী সময়ে এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) আধুনিক রহস্য কাহিনিকে পাঠকের কাছে বহুলভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। এরপর যাঁর কথা বলতেই হয় তিনি হলেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০), যিনি সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম খ্যাতনামা ডিটেকটিভ ‘শার্লক হোমস’ এর স্রষ্টা। উপরোক্ত সকলেই এবং আরও বহু লেখক (এখানে অনালোচিত) এর মধ্যবর্তী সময়ে গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন প্রচুর কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন ‘দারোগার দপ্তর’ - এর হাত ধরে। ‘দারোগার দপ্তর’ ছিল মাসিক পত্রিকা। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যায় একটি করে গল্প থাকতো। দারোগার দপ্তর-এর প্রথম দিকের কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী বাণীনাথ নন্দী। পরবর্তীকালে কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী এই কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তৎকালীন সময়ে ‘দারোগার দপ্তর’র জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘দারোগার দপ্তর’র প্রথম খন্ড থেকে জানা যায় যে, -

“লেখক বলিয়া জনসমাজে আত্মপরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় কেবল বন্ধু বর্গের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”^৪

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমগ্র কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাসকে ‘দারোগার দপ্তর’ নামক পত্রিকার হাত ধরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি সমাজ ও জীবনে গোয়েন্দা গল্পের বহুল প্রচলন শুরু হয়।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৫ সালের ৪ঠা জুন নদীয়া জেলার জয়রামপুর গ্রামে। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল শান্তিপুর। পিতার নাম জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়ের নাম মুক্তকেশী দেবী এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন গোপালপুর গ্রামের অধিবাসী কালচাঁদ চৌধুরীর পুত্রী মানদাসুন্দরী দেবী। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ‘তেত্রিশ বছরের পুলিশ কাহিনি বা

প্রিয়নাথ জীবনী' (১৯১২) থেকে জানতে পারা যায় যে প্রিয়নাথের পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী ও দরাজ হৃদয় সম্পন্ন এককথার মানুষ। প্রিয়নাথ তাঁর জীবনী অংশে লিখেছেন, -

“তাঁহার বিষয়-আশয় বা সংগতি কিছুই ছিল না কিন্তু কথার অতিশয় ঠিক ছিল, মুখ দিয়ে তিনি যা বাহির করতেন সহস্ররূপে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা করিতেন। যে কার্য তিনি করিবেন না বলিতেন, বিস্তর লাভের আশা থাকিলেও তিনি পুনরায় আর উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাহাকে চলিত কথাই জিদ কহে, সেই জিদের তিনি অতিশয় বশবত্তী ছিলেন।”^৬

পিতার এই গুণটি প্রিয়নাথ তাঁর নিজের জীবনেও বহন করে চলেছিলেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন কিন্তু কজন সে কথা মনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা লিখে যেতে পারেন? একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের কাছে পাঠক সমাজ এই দায়বদ্ধতা আশা করে। প্রিয়নাথ তাঁর জীবনের বহু ঘটনাবলী কথা স্মরণে রেখেছেন এবং আত্মচরিতের পাতায় পাতায় তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। একারণে সেই সময়ের বাংলার সামাজিক, ফৌজদারি ও রাজনৈতিক যে পরিচয় আমরা পাই তার জন্য আমরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর এই লেখাগুলি আমাদের কাছে তৎকালীন বাংলার এক পরিষ্কার ছবি তুলে ধরে। তাঁর শৈশবে নীলচাষীদের প্রাদুর্ভাব বাঙলায় ছিল। নীলচাষীরা কিভাবে দুরবস্থার সম্মুখীন হত এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল একথার পরিচয় প্রিয়নাথ তাঁর লেখার মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। তাঁর আত্মচরিতের পাতায় আমরা সেই সময়কার ব্যবহৃত কথ্য শব্দ প্রচুর পেয়ে থাকি যার অর্থ বর্তমানে আমাদের কাছে হয়তো বোধগম্য নাও হতে পারে। কিন্তু লেখক পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি স্থানে আমরা দেখতে পাই লেখক লিখেছেন,-

“বরকনদাজ আসামীর বাড়ীতে গমন করিয়া যদি তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে অগ্রে তাহার নিকট হইতে যথা সম্ভব ‘কোমর খোলানী’ গ্রহণ করিত, পরে তাহার বাটীতে উপবেশন করিত। এই ‘কোমর খোলানী’ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে আসামীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে না, ও তাহার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত বা অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটু সময় প্রদান করিবে।”^৭

উপরের অংশে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ ‘কোমর খোলানী’ আমাদের কাছে নতুন হতে পারে ভেবে লেখক নিজেই তাঁর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন।

“বরকনদাজগণ নীলকুঠির কোন কার্য উপলক্ষে কাহার নিকট গমন করিলে, প্রথমেই তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইত। ইহা একরূপ নিয়মের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। ঐ অর্থ পাইবার পর বরকনদাজ সেই স্থানে উপবেশন করিত। এই অর্থের নামই ছিল - ‘কোমর খোলানী’।”^৯

সাধারণত নীলকর সাহেবদের কাছে পাইক, বরকনদাজ, লেঠেল, আর্দালি প্রমুখ স্তরের মানুষ কাজ করতো এবং গ্রামের সম্পন্ন মানুষদেরও কেউ কেউ নীলকর সাহেবের কুঠিতে চাকরি করতেন। আইন ব্যবস্থা এবং সাহেবদের বিভিন্ন রকম শোষণ করার প্রবৃত্তি ও গরিব মানুষকে শোষণ করার অভিপ্রায় প্রিয়নাথকে কষ্ট দিয়েছে যথেষ্ট। জীবনীতে এই সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনার বর্ণনা তিনি সযত্নে লিখে গেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার সময় থেকেই লেখালেখি করার শখ তাঁর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্য হয়ে তিনি পদ্য ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন কিন্তু সেগুলি ছাপার জগতের আলো দেখে নি।

প্রিয়নাথের পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা, ধানের ব্যবসা, ছিল অন্যতম। কিন্তু পিতার অকালমৃত্যুতে তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল ও ব্যবসার কাজ দেখতে হয়। অনভিজ্ঞতার দরুণ কাপড়ের ও ধানের মহাজনের কাছে ঠেকে তিনি জীবনের অন্য অজানা দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত হলেন। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যাপারীরা তাকে ঠকাতে শুরু করলেন এবং দেশের শাসন ব্যবস্থার দুরাবস্থার কারণে তিনি কোথাও সুবিচার পেলেন না। তাঁর জীবনী

থেকে আমরা এও জানতে পারি অসময়ে নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকেও তিনি কিরকম অসহযোগীতা পেয়েছিলেন। এই অসহযোগীতা ও জীবনে ঠকে শেখা পরের দিকে তাঁর মস্তিষ্কে শান্ত ও সচেতন এবং বিচার বোধকে ক্ষুরধার করে তোলে। দারোগার দণ্ডের বহু গল্পে আমরা তাঁর সুস্থির চিন্তা ধারা ও অপরাধীকে করায়ত্ত করবার জন্য যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সূত্র অনুসন্ধান তার পরিচয় পাই। প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নাথের প্রায় অনেকগুলি গল্পেই আমরা দেখতে পাই যে তাঁর অনুসন্ধান করার ধারাটি ছিল সং কর্মীর প্রচেষ্টা। যে দৃশ্য দেখে আমরা আত্মসংবরণ করতে পারি না সেই মৃত্যু বা হত্যা বা পচা গলা মৃতদেহ দেখেও তিনি এবং তাঁর সঙ্গী ও অধীনস্থ কর্মচারীরা দিশেহারা হয়ে পড়তেন না।

প্রিয়নাথের জীবনের বহু অংশে তাঁর আর্থিক অনটন এবং দূরবস্থার কথা আমরা জানতে পারি। বিশেষত পিতার মৃত্যুর পর তিনি দিশেহারা খানিক হয়ে পড়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি আদতে ছিলেন এক লড়াকু মনের মানুষ। জীবনের বহু সময় তাঁকে বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই সে বাধা কাটিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন এবং নতুন কাজের সূত্রপাত করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং একটি মেসে ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। এর কিছুদিন পর ডিটেকটিভ পুলিশ বিভাগে তাঁর চাকরী হয়। এই বিভাগে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই ফসল 'দারোগার দণ্ড'। বাংলা সাহিত্যে দারোগার দণ্ডের মতো পত্রিকা দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশ করা ও এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বজায় রাখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রিয়নাথের মৃত্যুর সময়কালটি নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও ডক্টর সুকুমার সেনের মতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, কৈফিয়ত অংশ।
২. সেন, সুকুমার, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, পৃ. ১৫১
৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পাদনা), দারোগার দণ্ড, পৃ. ৪, ভূমিকা অংশ
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পাদনা), দারোগার দণ্ড, পৃ. ভূমিকা অংশ
৫. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, তেত্রিশ বছরের পুলিশ কাহিনি বা প্রিয়নাথ জীবনী, পৃ. ৯
৬. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, তেত্রিশ বছরের পুলিশ কাহিনি বা প্রিয়নাথ জীবনী, পৃ. ২১
৭. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, তেত্রিশ বছরের পুলিশ কাহিনি বা প্রিয়নাথ জীবনী, পৃ. ২১